দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 23 JUL 1997 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ১ ...

শিক্ষাবিদ আবদুর রহমান স্মারক বক্তৃতা অনুষ্ঠান

আমরা গরীব বলে অশিক্ষিত নই বরং অশিক্ষিত বলেই গরীব

চট্টগ্রাম ব্যুরো ঃ গত সোমবার 'বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ঃ কয়েকটি প্রসঙ্গ কিছু মন্তব্য' শীর্ষক আবদুর রহমান স্মারক বক্তৃতায় আলোচকগণ বলেছেন, আমরা গরীব বলে অশিক্ষিত নই বরং অশিক্ষিত বলেই গরীব। তারা বলেন, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা আজ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। পরিবর্তিত বিশ্ব ব্যবস্থার পটভূমিতে জাতীয় চিন্তা-চেতনা ও স্বকীয়তার আলোকে শিক্ষা ব্যবস্থাকে আমূল পরিবর্তন করে ঢেলে সাজানো না হলে আমাদের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব এবং জাতীয় পরিচিতি বিলীন হয়ে যাবে। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সমাজ সংস্কারক মরহুম আবদুর রহমান-এর ২০তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে চট্টগ্রাম জেলা পরিষদ হলে আয়োজিত এ স্মারক বক্তৃতা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি প্রফেসর রফিকুল ইসলাম চৌধুরী। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব হারবাল মেডিসেন নিউট্রিশন এন্ড সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট-এর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি ডঃ কামাল উদ্দিন আহমদ। স্মারক বক্তৃতা উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রফেসর আবুল কাসেম ফজলুল হক। আলোচনা করেন, বিশিষ্ট বিজ্ঞানী প্রফেসর ডঃ জামাল নজরুল ইসলাম, সাবেক রাষ্ট্রদূত ডাঃ এএফএম ইউসুফ, অধ্যক্ষ সাফায়াত আহমদ সিদ্দিকী, মাহমুদুল হক, এডভোকেট আবদুস সালাম মামুন। আবদুর রহমান স্মৃতি মজলিস আয়োজিত এ স্মারক বক্তৃতার শুরুতে মজলিসের সভাপতি এডভোকেট শামসুদ্দীন আহমদ মীর্জার পক্ষে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ভারপ্রাপ্ত সভাপতি চৌধুরী গোলাম রাব্বানী। বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত ৪ ঘন্টাব্যাপী অনুষ্ঠানে চট্টগ্রামের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীগণ উপস্থিত ছিলেন। বক্তাগণ বলেন, দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে আজ বড় দুর্দিন চলছে। এক সময় শিক্ষকরা ছিলেন জাতির কারিগর, কিন্তু সে শিক্ষকরাই আজ নোংরা রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছেন এবং ক্ষেত্রবিশেষে তারাই শিক্ষাঙ্গনের সুষ্ঠু পরিবেশের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছেন। তারা বলেন, মরহুম আবদুর রহমান ছিলেন মেধা ও মননশীলতার দিক দিয়ে স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। তিনি বাঙালীত্বের গণ্ডি অতিক্রম করে ইসলামী ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে আঁকড়ে ধরেছিলেন। তিনি ছিলেন আপাদমস্তক একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান। তার ভিতরে লুকিয়ে থাকা সুন্দরকে তিনি মানুষের মাঝে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। তারা বলেন, জাতির এ সংকট মুহূর্তে তার মত বুদ্ধিজীবীর প্রয়োজন খুব বেশী অনুভব হচ্ছে। তারা দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, ইসলামী চেতনার ধারক-বাহক ছিলেন বলেই আজ তার মত একজন ব্যক্তিত্বকে জাতীয়ভাবে স্মরণ করতে মহলবিশেষ লজ্জাজনক কার্পণ্য করছে। বক্তাগণ সকল হীনমন্যতা ভুলে গিয়ে দেশের অর্জিত স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব এবং জাতীয় পরিচিতিকে বিশ্বের দরবারে সমুন্নত করার লক্ষ্যে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর আহবান জানান। অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক তার স্মারক বক্তৃতায় বলেন, বিগত ২৬ বছরে যারা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় কর্তৃত্ব করেছেন, তারা জাতির শিক্ষা সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন। জনগণের শিক্ষার দায়িত্ব নিয়ে সে দায়িত্ব পালনের চেয়ে অন্য কিছুকে বেশী গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছেন এবং তাতে ব্যস্ত থেকেছেন। তিনি বলেন, ঐসব ব্যক্তি জনগণের শিক্ষা চাননি, তারা জাতিকে অশিক্ষা ও কুশিক্ষার অন্ধকারে নিমজ্জিত রাখাকেই নিজেদের স্বার্থের অনুকূল মনে করেছেন।

তিনি বলেন, সমাজের সকল স্তরে নৈতিক শক্তির নিদারুণ বিপর্যয়, আইনের শাসনের অভাব, দুর্নীতি, সন্ত্রাস, যুক্তিহীন অবিমৃশ্যকারী, সামাজিক ও জাতীয় চেতনার বিপর্যয়, জাতীয় হীনমন্যতা বোধ হত্যাদি যা কিছু গণতন্ত্রের পরিপন্থী সবই দেশে বিরাজমান। তিনি বলেন, বিগত ৭/৮ বছর বিদেশী আধিপত্যবাদীদের ডেকে এনে আমাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তাদের হস্তক্ষেপের অনেক ঘটনা ঘটেছে। এসব ঘটনায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রকৃতি বোঝা যায়।